গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর ওপর সহপাঠীর হামলার অভিযোগ

সংগৃহীত ছবি

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের (গবি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের এক শিক্ষার্থীর ওপর সহপাঠীর 'আতর্কিত ও পরিকল্পিত হামলার' অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বিভাগে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

LENS ASIA

গত মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে ঘটনাটি ঘটে। পরবর্তীতে আহত শিক্ষার্থী নাফিসকে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। তিনি সিএসই বিভাগের ৩৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শী আরেক শিক্ষার্থী নূর জানান, ওই সময় তাঁরা কয়েকজন পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় যাচ্ছিলেন। পথে তার সহপাঠী হৃদয় তাদের অনুসরণ করেন। পরে ঘোড়াপীর মাজারসংলগ্ন পুকুরপাড়ে নাফিসকে আটকিয়ে আক্রমণ করা হয়।

হামলার ছবি ও ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

আহত নাফিসের অভিযোগ, পূর্বশত্রুতার জের ধরে সহপাঠী হৃদয় বহিরাগতসহ তার ওপর হামলা চালান। "তারা আমাকে রক্তাক্ত করে ফেলে। এরপর হুমকি দেয়, প্রতিদিনই আমাকে মারবে। এখন আমি জীবন নিয়ে আতঙ্কে আছি।"

ঘটনার পরের দিন বুধবার সিএসই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে বিচার দাবিতে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। তাদের অভিযোগ, প্রক্টর তা গুরুত্বসহকারে নেননি। পরে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কাছেও আবেদন দেন।

এ বিষয়ে প্রক্টোরিয়াল বডির সদস্য ড. মো: আলী আজম খান বলেন, "প্রক্টর স্যার হয়তো ব্যস্ততার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি আমলে নিতে পারেননি। তবে যেহেতু আমাদের জানানো হয়েছে, প্রক্টোরিয়াল বডির মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করা হবে।"

অভিযুক্ত শিক্ষার্থী হৃদয় বলেন, র‍্যাগিংয়ে বাধা দেওয়া নিয়ে তার সঙ্গে নাফিসের বিরোধ তৈরি হয়েছিল। "ক্লাসে সমাধানের চেষ্টা করলে নাফিস আমার কলার ধরে। ফলে আমার রাগ থেকে যায়। পরে রাস্তায় ওকে আটকিয়ে অটো থেকে নামিয়ে আঘাত করি। তবে বহিরাগত যাকে বলা হচ্ছে, সে এলাকার লোক। সেও নাফিসকে আঘাত করেছে।"

এ ঘটনায় বিভাগে থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, সুষ্ঠু বিচার না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্লাসে ফিরবেন না।